শিক্ষা - ৬৫

যুগান্তর

তারিখ 07 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

### ৫ অক্টোবর পালিত হল বিশ্ব শিক্ষক দিবস

# সমস্যা জর্জরিত মাধ্যমিক শিক্ষা ও উত্তরণের সম্ভাব্য পথ

এটিএম রুহুল্লাহ

'ইকরা' পড় দিয়ে কোরআন অবতরণ শুরু। আদম (আঃ)কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহতায়ালা তাকে জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে ফেরেস্তাদের সামনে উপস্থিত করে জ্ঞানের পরীক্ষা নিলেন। আদম জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হল। এখানেই মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব। দার্শনিক প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন তার বড় অংশজুড়ে রয়েছে সে রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আমাদের দেশের

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এ স্তরেই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত রচিত হয়। ৩১৭টি সরকারি বিদ্যালয়সহ এ স্তরে রয়েছে ১৬ হাজার ৯৫০টি বিদ্যালয় এবং শিক্ষক রয়েছেন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৩৮ জন। ব্যান বেইজের ২০০০ সালের তথ্যানুযায়ী স্কুল+কলেজ+মাদ্রাসা মিলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৫ হাজার ৭৮০টি এবং শিক্ষক ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৪৫ জন।

সরকার পরিচালনায় যারা আসেন তারা শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলেন। অবশ্য আমাদের সর্বোচ্চ বরাদ্দ যে কত ক্ষুদ্র তা নিচের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে— কোরিয়ায় শিক্ষায় মাথাপিছু বরাদ্দ ১৭০ মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়ায় ১৫৫ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার, পাকিস্তানে ১০ ডলার এবং বাংলাদেশে ৫ ডলার। এই ক্ষুদ্র বাজেট নিয়ে আমরা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। আর এক সৈনিক হিসেবে রয়েছি আমরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকবৃন্দ। সহজ-সরল জীবনযাপন এবং মহৎ চিন্তা বুকে পোষণ করেই আমরা এই পেশাকে বেছে নিয়েছি। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি Quality teachers for quality education.

শিক্ষক হওয়ার কথা দেশের সেরা সন্তানদের। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও সত্য যে এদেশে অন্য কোন কাজ না পেলে মানুষ আসে শিক্ষক হতে। অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আবু সাঈদ তার "নিষ্ফলা মাঠের কৃষক" এ লিখেছেন— একদিন তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কে কে শিক্ষক হতে চাও? কেউ হাত তুলল না। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন কারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও? প্রায় সবাই হাত তুলল। অনেকে অতি উৎসাহে দুই হাত তুলল। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, শিক্ষকতা পেশা আমাদের এ দেশে কতটা অবহেলিত। এর যে প্রধান কারণ তা হচ্ছে এ পেশার প্রতি সরকারের অবহেলা। জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে শিক্ষকদের প্রতি আমাদের এ মনোভাব পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতাময় বিশ্বায়নের এ যুগে ক্ষুধার্ত শিক্ষক দিয়ে যে তৃষ্ণার্ত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে না তা উপলব্ধি করার সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক যাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা ভোগ করে নিশ্চিন্তে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং শ্রেণীকক্ষেই তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল প্রয়োজন। আর তা হলেই মেধাবীরা এ পেশায় আসবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এ স্তরেই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত রচিত হয়। ৩১৭টি সরকারি বিদ্যালয়সহ এ স্তরে রয়েছে ১৬ হাজার ৯৫০টি বিদ্যালয় এবং শিক্ষক রয়েছেন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৩৮ জন। ব্যান বেইজের ২০০০ সালের তথ্যানুযায়ী স্কুল+কলেজ+মাদ্রাসা মিলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৫ হাজার ৭৮০টি এবং শিক্ষক ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৪৫ জন। একটিমাত্র অধিদফতর কর্তৃক এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় এর অভ্যন্তরে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ভরপুর। মাধ্যমিকের জন্য একটি আলাদা অধিদফতর না হলে এর কোন সমাধানের সম্ভাবনা নেই এবং অধিদফতর আলাদা করার কাজ যতবিলম্ব হবে জাতির ক্ষতির পরিমাণ তত বাড়বে বলে আমরা মনে করি।

পরিশেষে বলতে চাই, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী দিনের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৎ, যোগ্য, দক্ষ, খোদাভীরু ও নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন প্রশাসক পেতে হলে এর কারিকুলাম, ভৌত অবকাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতা, শিক্ষকদের মর্যাদা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ইত্যাদি সবকিছুরই উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষকরাই অতীতে সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন, ভবিষ্যতে শিক্ষকরাই কাজ করবেন।